

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়  
সেতু বিভাগ  
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৯১তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মেজর জেনারেল গোলাম কাদের (অবঃ), উপদেষ্টা, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।
তারিখ	০৭/০৫/২০০৮।
সময়	সকাল ১১:৩০ টা।
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি, মেজর জেনারেল গোলাম কাদের (অবঃ), মাননীয় উপদেষ্টা, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এর সদয় সম্মতিক্রমে সেতু বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। সভার শুরুতে তিনি ৯০তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের উপর আলোকপাত করেন এবং উক্ত কার্যবিবরণীতে সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সদস্যবৃন্দের মতামত জানতে চান। ৯০তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সদস্যের মন্তব্য/আপত্তি না থাকায় সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ : ৯০তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অঞ্চলিক অবস্থার অনুসরণ।

আলোচনা :

নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের গত ০১/০১/২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সেতু কর্তৃপক্ষের ৯০তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের অঞ্চলিক সভাকে অবহিত করেন। আলোচনাকালে উক্ত সভার আলোচ্যসূচি-২ অর্থাৎ “যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম” সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, ইতোমধ্যে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করে কমিটির আহবায়কের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর তা বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হবে। আলোচ্যসূচি-৫ অর্থাৎ “বিনা টোলে ৯৮ কম্পেজিট ব্রিগেডের যানবাহনসমূহ যমুনা সেতু পারাপারের বিষয়ে” ইতোমধ্যে ২৪টি যানবাহনের তালিকা পাওয়া গেছে বলে সভায় জানানো হয়। আলোচ্যসূচি-৮ অর্থাৎ “বাসেক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কল্যাণ ট্রাউন্ট” নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনাকালে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে উক্ত নীতিমালা চালুকরণ এবং তহবিলের আয়ের উৎস হিসাবে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিল হতে ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা অনুদান মঞ্চের বিষয়টি অর্থ বিভাগ কর্তৃক বিবেচনা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আলোচ্যসূচি-বিবিধ-২ অর্থাৎ “বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক) অব্যবহৃত/পতিত জমি, পুরুর, বারৌপিট, জলশয়, পরিত্যক্ত ভূবন/স্থাপনা ইত্যাদি জীজ/ইজারা প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশিকা/Guidelines” চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ একমত পোষণ করেন। সর্বোচ্চ ১ বছরের জন্য জীজ প্রদান এবং আইন বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে জীজ প্রদান সংক্রান্ত চুক্তিপত্র চূড়ান্তকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাছাড়া ভবিষ্যতে আলাদা রেল সেতু নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি বরাদ্দের সংস্থান রাখার বিষয়টি সভায় উল্লেখ করা হয়।

২.২। নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যমুনা সেতুর পশ্চিম পাড়ের সংযোগ সড়কের পাশে নিজস্ব জমিতে সিএনজি ফিলিং স্টেশনসহ সার্ভিস এরিয়া স্থাপনের জন্য একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পথের জন্য পথ স্বত্ত্ব (Right of way) হিসাবে সেতু কর্তৃপক্ষের কিছু জমি লীজ প্রদানের অনুমতি চেয়ে পত্র মারফত কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানিয়েছে। সভায় আলোচনাকালে ঢাকার বাহিরে হাইওয়ের পাশে সিএনজি ফিলিং স্টেশন স্থাপন উৎসাহিত করার সরকারী নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে প্রীত খসড়া নীতিমালার সাথে সামজ্ঞস্যতা রেখে বাসেকের উক্ত জমি থেকে সিএনজি ফিলিং স্টেশনের পথ স্বত্ত্ব (Right of way) হিসাবে প্রয়োজনীয় জমি লীজ প্রদানের বিষয়ে সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ একমত পোষণ করেন।

### ২.৩। আলোচনাতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

- ক) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সেতু বিভাগের মাধ্যমে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে যথাযথ আইন-বিধি অনুসারে “বাসেক কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাউন্স নীতিমালা” চালু করতে পারে। তবে কল্যাণ তহবিলে সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিল হতে ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা অনুদান মঞ্চুরের বিষয়ে সেতু বিভাগের মাধ্যমে অর্থ বিভাগের মতামত গ্রহণ করতে হবে।
- খ) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ “বাসেক-এর অব্যবহৃত/পতিত জমি, পুকুর, বারোপিট, জলাশয়, পরিত্যক্ত ভবন/স্থাপনা ইত্যাদি লীজ/ইজারা প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশিকা” চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করবে।
- গ) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অব্যবহৃত জমি, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি লীজ প্রদানের ক্ষেত্রে আইন বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে লীজ সংক্রান্ত চুক্তি চূড়ান্ত করবে।
- ঘ) যমুনা সেতুর পশ্চিম পাড়ের সংযোগ সড়কের পাশে ফেরদৌস থান এন্ড কোম্পানী লিঃ-কে নিজস্ব জমিতে নির্মিতব্য সিএনজি ফিলিং স্টেশনসহ সার্ভিস এরিয়ায় পথের জন্য পথ স্বত্ত্ব (Right of way) হিসাবে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ নৃন্যতম প্রয়োজনীয় জমি লীজ প্রদান করবে।

### আলোচ্যসূচি-৩ : পদ্মা সেতু প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ।

#### আলোচনা :

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, এ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ১৯৯৯ সালে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। উক্ত সমীক্ষায় ঢাকা-মাওয়া-খুলনা মহাসড়কে মাওয়া অবস্থানে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ উপযুক্ত স্থান হিসাবে বিবেচনা করার সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৩ সালের মে হতে ২০০৫ সালের মে পর্যন্ত বিস্তারিত সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। উক্ত সমীক্ষায়ও মাওয়া অবস্থানকে কারিগরী ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উপযুক্ত স্থান হিসাবে সুপারিশ করা হয়। সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী ২০০৬ সালে Land Acquisition Plan (LAP), Resettlement Action Plan (RAP) এবং Environmental Management Plan (EMP) প্রণয়ন করা হয়। সর্বশেষ ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করে। তিনি আরও জানান যে, গত ২০/০৮/২০০৭ তারিখে ১০,১৬১.৭৫ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

৩.২। নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, পদ্মা সেতু প্রকল্পের বিস্তারিত নক্তা প্রণয়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ১৭.৬ মি. মার্কিন ডলার ঋণ দিয়েছে এবং গত ১২/১২/২০০৭ তারিখে এ সংক্রান্ত কারিগরী সহায়তা ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অন্যদিকে বিস্তারিত নক্তা প্রণয়নে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য ৫টি short listed প্রতিষ্ঠানের নিকট Request for Proposal (RFP) প্রেরণ করা হয়েছে, যা জমা দেয়ার সর্বশেষ তারিখ ২২/৫/০৮। আগামী জুলাই ২০০৮ সাল নাগাদ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কাজ সম্পন্ন হবে এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের পরই বিস্তারিত নক্তা প্রণয়নের কাজ শুরু হবে বলে এতিবি জানিয়েছে। বিস্তারিত নক্তা প্রণয়নে প্রায় ২২ মাস (নির্মাণ

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগসহ) সময় লাগবে। ভূমি অধিগ্রহণে ইতোমধ্যে তিনটি জেলার প্রকল্প এলাকার ভিত্তিও চির ধারণ সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে যৌথ তদন্তের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

৩.৩। নির্বাহী পরিচালক আরোও উল্লেখ করেন যে, চলতি অর্থ বছরের এডিপিতে পদ্মা সেতু প্রকল্পের বিপরীতে ৩৬,০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অন্যদিকে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে সেতু বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন পদ্মা সেতু প্রকল্পের বিপরীতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২০০.০০ কোটি টাকা, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ হতে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণের চূড়ান্ত হিসাব/প্রাক্তলন প্রাপ্তির দু'মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ পরিশোধ করতে হবে। এ কারণে আগামী অর্থ বছরে শুধুমাত্র ভূমি অধিগ্রহণ খাতে প্রায় ৩০০.০০ কোটি টাকার প্রয়োজন। এ পর্যায়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ যোগাযোগ মন্ত্রণালয় মধ্যে মেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতাভুক্ত হওয়ায় এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থাগুলোর জন্য বরাদ্দের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে পদ্মা সেতু প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় জানানো হয় যে, পদ্মা সেতু প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য পদের জন্য প্রেষণে জনবল চাওয়া হলেও এখন পর্যন্ত ফলপ্রসূ কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ প্রকল্প যথাসময়ে এবং সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্প পরিচালক পদে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নব-নিয়োগ বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া যায় কি না সে বিষয়টি ভালভাবে পরিক্ষা করে দেখার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় সেতু কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতে এ প্রকল্পের অন্যান্য পদে প্রেষণে জনবল না পাওয়া গেলে সরাসরি নিয়োগের বিধান রাখার বিষয়ে মত প্রকাশ করা হয়।

### ৩.৪। আলোচনাতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

- (ক) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সেতু বিভাগের মাধ্যমে অর্থ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে আগামী অর্থ বছরে (২০০৮-০৯) পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের বিপরীতে ভূমি অধিগ্রহণ খাতে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- (খ) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সেতু বিভাগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণায়/বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পদে নব-নিয়োগ বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- (গ) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সেতু বিভাগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণায়/বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের শূন্য পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আলোচ্যসূচি-৪ : যমুনা বহুমুখী সেতুতে সৃষ্টি ফাটলের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম অবহিতকরণ।

#### আলোচনা :

যমুনা সেতুতে সৃষ্টি ফাটলের বিপরীতে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণ কাজের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে হৃদাই ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কোং লিঃ কে নিয়োগ দেয়া হয়। এই সেতুর নির্মাণ কাজ ১৯৯৪ সালে শুরু হয়ে ১৯৯৮ সালে সম্পন্ন হয় এবং নির্মাণকালীন সময় অর্থাৎ ১৯৯৬ হতে ১৯৯৮ সালের মধ্যে সেতুর কিছু কিছু উপাঙ্গে ফাটল পরিলক্ষিত হয়। যমুনা সেতুর ১ম Operation and Maintenance (O&M) Operator, JOMAC Ltd. এবং ২য় O&M Operator, Marga Net One Ltd. ফাটল সৃষ্টি এবং ফাটলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি সেতু কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে। পরবর্তীতে ত্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি ডিজাইন ক্রিটির কারণেই সেতুর Deck slab এ ফাটল সৃষ্টি হয়েছে মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করে। কমিটির মতে Deck slab এ Temperature & Shrinkage reinforcement এর পরিমাণ অপর্যাপ্ত হওয়ায় ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে সেতুর উপর দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনের গতিবেগ কমানো, অতিরিক্ত ওজন বহনকারী ট্রাক চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং সেতুর Deck slab এর উপর ৫০ মি.মি. wearing course স্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

৪.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, Design এবং Construction সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব থাকার কারণে বিষয়টি হৃদাই কোম্পানীকে অবহিত করা হলে তারা ফাটল মেরামতের কোন দায়-দায়িত্ব নিতে রাজী নয় মর্মে সেতু কর্তৃপক্ষকে জানায়। এ বিষয়ে সেতু কর্তৃপক্ষ এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টার মতামত চাওয়া হলে তারা সেতুর ফাটল মেরামতের ব্যয়ভাব হৃদাই কোম্পানীর উপর বর্তায় মর্মে মতামত প্রদান করে। পরবর্তীতে কোরিয়ান দুতাবাসের একটি পত্রের প্রেক্ষিতে হৃদাই কোম্পানীর সাথে amicable settlement এর মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখার লক্ষ্যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগ করা হচ্ছে।

৪.৩। নির্বাহী পরিচালক আরোও উল্লেখ করেন যে, বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ এবং মাননীয় যোগাযোগ উপদেষ্টার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সৃষ্টি ফাটলসমূহের কারণ নির্ধারণ, এ বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন এবং ঠিকাদার নিয়োগসহ মেরামত কাজ তদারকীর লক্ষ্যে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে Design Inception Report সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করেছে। চুক্তি অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠান আগষ্ট' ০৮ এর মধ্যে ফাটল সৃষ্টির কারণসহ মেরামত কাজের Design চূড়ান্ত করবে এবং ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে পরবর্তী এক বছরের মধ্যে ফাটল মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা হবে। এ বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর উক্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। অতঃপর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Power Point Presentation এর মাধ্যমে Design Inception Report সভায় উপস্থাপন করেন এবং উপস্থিত সদস্যগণের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

৪.৪। আলোচনাতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

যমুনা সেতুতে সৃষ্টি ফাটলের কারণ অনুসন্ধান, মেরামতের সুপারিশ প্রদান, ঠিকাদার নিয়োগ এবং মেরামত কাজ তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

আলোচ্যসূচি-৫ : যমুনা বহুবুর্ধী সেতু সংলগ্ন সেনানিবাস এলাকায় জরুরী ভিত্তিতে নদী ভাঙ্গন রোধকরণ।

আলোচনা :

উল্লেখিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, সশন্ত বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস তাদের পত্রে উল্লেখ করেছে যে, যমুনা সেতু সংলগ্ন সেনানিবাস এলাকায় জমি অধিগ্রহণকালীন সময়ে যমুনা নদী সেনানিবাসের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হতে নিরাপদ দূরত্ব দিয়ে প্রাবহিত হতো। কিন্তু গত বছর (২০০৭ সাল) হতে সেনানিবাসের উত্তর পূর্ব অংশে পূর্ব গাইড বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় নদী ভাঙ্গনের প্রবন্ধন দেখা দেয় যা ২০০৭ সালের বন্যা পরবর্তী সময়ে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়। ক্রমবর্ধমান ভাঙ্গনের কারণে সেনানিবাসের উত্তর পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত পলিশা নামক গ্রামটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এবং এভাবে ভাঙ্গন অব্যাহত থাকলে সেনানিবাসের উত্তর পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত ফায়ারিং রেঞ্জ নদী গর্ভে বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ব গাইড বাঁধের উত্তর পার্শ্ব ৪ (চার) কিঃ মিৎ পর্যন্ত বর্ধিত করা না হলে যমুনা নদীর গতিধারা পরিবর্তন হতে পারে বলে সশন্ত বাহিনী বিভাগ ধারণা করছে এবং এই বিষয়ে সেতু কর্তৃপক্ষকে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৫.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, সেতু কর্তৃপক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে Institute of Water Modelling (IWM) এবং River Research Institute (RRI) নদী ভাঙ্গন বিষয়ে একটি Presentation এর মাধ্যমে নদী ভাঙ্গনের বর্তমান অবস্থা প্রদর্শন করেছে। উক্ত Presentation এ RRI তাদের আবিষ্কৃত খুব অল্প খরচে বাঁশ ব্যবহার করে গ্রীড নির্মাণে (Bandaling) মাধ্যমে Bank protection এবং নদীর গতিপথ পরিবর্তন সংক্রান্ত Model সভায় উপস্থাপন করে। অন্যদিকে Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) কর্তৃক গত ২৮/৮/০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে "Prediction of River Bank

Erosion along the Jamuna, the Ganges and the Padma Rivers 2008" উপস্থাপনকালে ভুয়াপুর উপজেলার নিকরাইলে যমুনা সেতুর "Erosion Prediction 2008" উপস্থাপন করা হয়। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে, যদি উক্ত এলাকায় ৭০% নদী ভঙ্গনের সম্ভাব্যতা ধরা হয় তবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পরিমাণ হবে ১০ হেক্টর এবং Settlement Land Area হবে ১ হেক্টর। যদি ৫০% ধরা হয় তবে ঝুঁকিপূর্ণ ভঙ্গনের এলাকা হবে ১৪ হেক্টর এবং Settlement Land Area হবে ২ হেক্টর। অন্যদিকে যদি ৩০% নদী ভঙ্গনের সম্ভাব্যতা ধরা হয় তবে ঝুঁকিপূর্ণ ভঙ্গন এলাকার পরিমাণ হবে ১৮ হেক্টর এবং Settlement Land Area হবে ৩ হেক্টর।

৫.৩। সভায় আরও জানানো হয় যে, ভঙ্গন প্রবণ এলাকাটি সেতু কর্তৃপক্ষের তথা যমুনা সেতুর আওতাধীন এলাকার বাইরে অবস্থিত হওয়ায় তা মেরামত এবং প্রতিরোধের দায়িত্ব বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপর বর্তায়। এ প্রসঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ বিষয়টি ত্রি-পক্ষিক সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

#### ৫.৪। আলোচনাতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

##### সিদ্ধান্ত :

যমুনা সেতু সংলগ্ন সেনানিবাসের উত্তর-পূর্ব অংশের পূর্ব গাইড বাঁধ সংলগ্ন এলাকার নদী ভঙ্গন প্রতিরোধের বিষয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং সশন্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস-এর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

#### আলোচ্যসূচি-৬ : সেতু ভবন-এ ব্যাংক এর শাখা স্থাপন প্রসঙ্গে।

##### আলোচনা :

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ে সেতু ভবনে ব্যাংক স্থাপনের বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, কর্তৃপক্ষের দৈনন্দিন আর্থিক লেনদেন, মাসিক বেতনভাতাসহ অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রম সহজ ও নিরাপদে সম্পন্ন করার বিষয়টি বিবেচনা করে ভবনের নীচতলায় ক্যান্টিন এর স্থানে বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা স্থাপনের জন্য দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ১৭৪০.৩৩ বর্গফুট অফিস স্পেসের জন্য সোনালী ব্যাংক প্রতি বর্গফুট ৪৫/- টাকা হারে এবং বেসরকারী শাহজালাল ব্যাংক ৪৭.০০ টাকা হারে ভাড়া প্রদানের প্রস্তাব করে। বাসেক এর দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি-১ এর সুপারিশের ভিত্তিতে সোনালী ব্যাংক কর্তৃক ট্রেজারী কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি বিবেচনায় এনে পারম্পরাগত আলোচনার ভিত্তিতে প্রতি বর্গফুট ৪৭.০০ টাকা হারে ভাড়া নির্ধারণ করা হয়। সোনালী ব্যাংক ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যাংক স্থাপনের নক্সা দাখিল করেছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হতে শাখা খোলার জন্য অনুমোদন পেয়েছে। সভায় এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

৬.২। দেশীয় ও আন্তঃদেশীয় সন্ত্রাসী তৎপরতার ঝুঁকি, পদ্মা সেতু নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হলে সেতুভবনে ডকুমেন্ট ইত্যাদির গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা বিধানের বর্ধিত প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে সেতুভবনের একেবারে অভ্যন্তরে ব্যাংকের মত সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার সম্পন্ন বাণিজ্যিক স্থাপনা করা ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় সোনালী ব্যাংকের শাখা স্থাপনের বিষয়ে বোর্ডের সদস্যগণ আপত্তি জ্ঞাপন করেন।

#### ৬.২। এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

##### সিদ্ধান্ত :

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় সেতু ভবন এর নীচতলায় সোনালী ব্যাংকের শাখা স্থাপনের প্রস্তাব বোর্ড কর্তৃক সর্বসমতিক্রমে নাকচ করা হ'ল।

## আলোচ্যসূচি-বিবিধ-১ : বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ডের সদস্যদের সম্মানী ভাতা থেকে ভ্যাট কর্তন প্রসঙ্গে।

### আলোচনা :

উল্লেখিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, গত ১৪/১/২০০১ তারিখে সেতু কর্তৃপক্ষের ৭৪তম বোর্ড সভায় বোর্ডের সদস্য/প্রতিনিধিদের বৈঠক প্রতি ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা হারে সম্মানী প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে জারীকৃত প্রজ্ঞাপণ অনুযায়ী উক্ত সম্মানী হতে ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর কর্তনপূর্বক ৮৫০.০০ (আটশত পঞ্চাশ) টাকা হারে বোর্ডের সদস্য/প্রতিনিধিদের সম্মানী পরিশোধ করা হচ্ছে। বোর্ডের সদস্যবৃন্দ অনেক ব্যস্ততার মাঝেও সভায় অংশগ্রহণ করে মূল্যবান সময় দিয়ে থাকেন। তাঁরা সকলেই সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা। তাঁদের সুচিস্থিত মতামত/পরামর্শ কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম যথাসময়ে এবং সুস্থুভাবে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান, পদব্যাদা এবং বিভিন্ন স্বায়ত্ত্বাস্তিত প্রতিষ্ঠান ও সরকারী ব্যাংকে বিদ্যমান সম্মানী হার বিবেচনা করে নির্বাহী পরিচালক সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ডের সদস্য/প্রতিনিধিদের বৈঠক প্রতি ১৫০০.০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদানের প্রস্তাব করেন, যা থেকে ভ্যাট কর্তনের পরও একটি সম্মানজনক সম্মানী অবশিষ্ট থাকবে। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এ প্রস্তাবে একমত পোষণ করেন এবং এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

### সিদ্ধান্ত :

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (বাসেক) বোর্ডের সদস্য/প্রতিনিধিদের বৈঠক প্রতি ১৫০০.০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদানের সিদ্ধান্ত ৯২তম বোর্ড সভা হতে কার্যকর হবে এবং বাসেক বোর্ড সভায় যোগদানকারী সদস্য/প্রতিনিধিদের সম্মানী হতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর কর্তনপূর্বক তা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হবে।

### বিবিধ-২ :

### আলোচনা :

নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, প্রায় ৪(চার) মাস পর বাসেক-এর এই বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যদিও বাসেক-এর ৮৭তম বোর্ড সভায় সিদ্ধান্তের আলোকে 'তিন মাসের মধ্যে নৃন্যতম পক্ষে একবার' বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এ প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা করিশ্নের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সম্মানিত সদস্য আরও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বোর্ড সভা আয়োজনের প্রস্তাব করেন। তাঁর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সাধারণ নিয়ম হিসাবে বাসেক এর বোর্ড সভা নিয়মিত অনুষ্ঠানের বিষয়ে সভায় সকল সদস্য একমত পোষণ করেন। তবে উপযুক্ত সংখ্যক আলোচ্য বিষয় না থাকলে সভা আহবান করা তেমন উপযোগী হবে না মর্মেও মত ব্যক্ত করা হয়। স্বল্প ব্যবধানে সভা অনুষ্ঠানে সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মূল্যবান সময় এবং ব্যবস্থাপনাগত প্রস্তুতির প্রশ্নাও এক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়। আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

### সিদ্ধান্ত :

পরবর্তীতে প্রতি তিন মাসের ভেতরে অন্ততঃপক্ষে একবার বাসেক-এর বোর্ড সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে হবে। এর বাইরেও যথেষ্ট আলোচ্য বিষয় জমা হলে অথবা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজনে বোর্ড সভা যে কোনো সময় আহবান করা হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তারিখ : ২৬/০৫/২০০৮

N 28/5/08

(মেজর জেনারেল গোলাম কাদের (অবঃ)  
উপদেষ্টা, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান  
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

৭ মে, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের  
৯১তম বোর্ড সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	স্বাক্ষর
১.	ড. মুফিজুল ইসলাম মন্ত্রী	মন্ত্রণালয় (প্রধান মন্ত্রী) বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রী	১৭.৫.০৮
২.	মোঃ মুক্তিযোদ্ধা হোস্তান চৌধুরী হারিচূড়ানগুচ্ছ	একাডেমিক সেক্যুরিটি ও পুরো	
৩.	ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জিক কমিশনার ও: সচিব	পরিবহন মন্ত্রণালয়	
৪.	পেম্পার জহান গুরুত্ব	প্রযোগী স মন্ত্র সমন্বয় মন্ত্রণালয়	১৫/৫/০৮
৫.	কল্যাণ দেওয়ান কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠান, ঢাকা-১	১২ পুরো ১২ প্রযোগী	১২ পুরো ১২ প্রযোগী
৬.	RHONDA A. RAPINAP	ANGER ATTORNEY & ASSOCIATES	Mr. JP 5/7/08
৭.	Mr. Nasir J. Rehman Add: Mirechi (A)	BBA,	৬
৮.	A. K. M. Yahya Chowdhury Director (Admin & Finance)	B. B.A	মুর- ৭-৮-০৮
৯.	MD. MONZUR RAHMAN ADOL. DIRECTOR (FINANCE)	BBA	মুর ০৯/৫/০৮
১০.	MD. Faruque Ahmed D.A (P.A)	BBA	১৫/৫/০৮
১১.	Cox's Bazar Ahsan Secty. in Charge / Exec-Dir	Bangs. Dir/- BBA	৬
	Bharat Ch. Mondal PRO	BBA.	৬
		- ৭ -	

৭ মে, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের  
৯১তম বোর্ড সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	স্বাক্ষর
০১.	এ. এ. জে. বি. মুস্তফা আলীবৰ জুনো (জেট প্রেসিডেন্ট)	মন্ত্রণালয় চৰিত্ৰী	৫/৫/০৮ ৭/৫/০৮
০২	(আঃ আমৃত পৰিচয়- পৰিচয়)	ভূগূল জ্ঞানালয়	৫/৫/০৮
০৩	ড. স্ব. প্ৰওফেসর মোহামেড বেগ	কলেজ ছেলে	৫/৫/০৮
০৪	(স. (মন্ত্রণালয় উচিত নথি) এ: মোহামেড	মন্ত্রণালয়	৫/৫/০৮
০৫	বিজে: জেন: ইমাধুন বেগুন	ডি. এম. ডি., মন্ত্রণালয়	৫/৫/০৮
০৬	জোন কেলি-কেলেজ কেলেজ (কলেজ)	অধীক্ষণ, শিক্ষণ, পাঠ্য- চিকিৎসা-অধিকারী	৫/৫/০৮
০৭	মোঃ আব্দুল জ্বীন পুরুষ জু: প্র: (কেলেজ)	২১/২১৬	৫/৫/০৮
০৮	১. স্ব. পি. পি. পি. পি. পি. পি. পি. পুরুষ কুমাৰ পুরুষ (কুমাৰ)	বাস্তক	৫/৫/০৮
০৯	মোঃ আব্দুল হেকেম খন্তি পাত্ৰজি (পুরুষ)	পুনৰ্বৃত্তি	৫/৫/০৮
১০	মোঃ মোঃ মোঃ মোঃ পুদা-পাত্ৰজি (পুরুষ)	২১/২১৬	০২০৫/০৩ ০৭/০৭/০৮
১১.	AVIJIT CHOWDHURY DD (A & E)	BBA	৫/৫/০৮
১২	প্ৰফুল্ল কুমাৰ DD (P&D)	BBA	৫/৫/০৮
১৩	মো: আবুল কুলুম মো: মো: (পুরুষ)	২১/২১৬	৫/৫/০৮